বিভাগীয় পরিচালক ডা. রাশেদা সুলতানা’র ঝিনাইদহ শিশু হাসপাতাল পরিদর্শন

খুলনা বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. রাশেদা সুলতানা বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহ শিশু হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম, সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. হারুন অর রশিদ, ডা. জাকির হোসেন, ডা. আলী হাসান ফরিদ, ডা. নওরিন সুলতানাসহ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

উল্লেখ্য ২০০৬ সালে বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি শিশু হাসপাতাল ঝিনাইদহে স্থাপিত হয়। হাটিহাটি পা পা করে দীর্ঘ ১৪ বছর পর হাসপাতালটি প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

আগামী ১০ জানুয়ারি শিশু হাসপাতালের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হবে।

স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. রাশেদা সুলতানা, জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ ও সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঝিনাইদহ বাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে চলেছে।

ঝিনাইদহে বিএনপির মানববন্ধনে পুলিশের বাঁধা

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমুল্যের উর্দ্ধগতির প্রতিবাদ ও বাণিজ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ঝিনাইদহে কেন্দ্রীয় কর্মসূচী পুলিশের বাঁধায় পালন করতে পারেনি বিএনপি।

কর্মসূচী পালন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে শহরের এইচএসএস সড়কে

দলটির জেলা কার্যালয়ে দলীয় নেতাকর্মীরা জড়ো হতে শুরু করে।

সকাল ১১ টার দিকে মানবন্ধনের প্রস্তুতি নিলে পুলিশ তাদের সেখান থেকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

বেশিরভাগ নেতাকর্মী চলে গেছে কিছু সংখ্যক নেতাকর্মী ব্যানার নিয়ে দাড়াতে গেলে পুলিশ ব্যানার কেড়ে নেয়। পুলিশের বাঁধায় মানবন্ধন বা সমাবেশ করতে না পাড়ায় ফিরে যায় নেতাকর্মীরা।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এ্যাড. এম মজিদ বলেন, কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে আমাদের শান্তিপুর্ণ মানববন্ধন কর্মসূচী ছিল। মানববন্ধনে দাড়ানোর আগেই পুলিশ নেতাকর্মীদের চলে যেতে বলে। আমরা কয়েকজন নেতাকর্মী ব্যানার নিয়ে দাড়ানো চেষ্টা করলে তারা ব্যানারও কেড়ে নেই। গণতান্ত্রিক দেশে শান্তিপুর্ণ একটি কর্মসূচীও পুলিশ করতে দিল না।

কালীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান পদে তৃতীয় লিঙ্গের রিতু

তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া সম্প্রদায়ের) এক প্রার্থী আগামী ইউপি নির্বাচনে সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদে ভোট করতে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। তিনি শত শত কর্মী সমর্থক নিয়ে এলাকায় মোটরসাইকেল শোডাউনসহ সভা- সমাবেশ ও গণসংযোগ অব্যাহত রেখেছেন।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ছয় নম্বর ত্রিলোচনপুর ইউনিয়নের দাদপুর গ্রামের নজরুল ইসলাম রিতু নামে ওই হিজড়া এবার তাদের সম্প্রদায় থেকে বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিতীয়তম প্রার্থী হচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, এর আগে গেলো উপজেলা নির্বাচনে পার্শ্ববর্তী উপজেলা কোটচাদপুরের পিংকি খাতুন নামে এক হিজড়া উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এবং তিনি দেশের মধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের প্রথম জনপ্রতিনিধির স্বীকৃতি পায়। এদিকে এখনও ইউপি নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা না হলেও তার আগাম নির্বাচনী মহড়ায় কর্মকাণ্ডে শহর

গ্রামাঞ্চলে বেশ আলোচিত হয়ে উঠেছেন।

গেলো তিন দিন আগে নজরুল ইসলাম রিতু তার শত শত কর্মী সমর্থক নিয়ে মাইক্, মোটরসাইকেল, সিএনজি ও নসিমন সহকারে নিজ এলাকা ও শহরে শোডাউন শেষে কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে আসেন। এরপর সেখানে দলীয় নেতাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় শেষে তিনি তার প্রার্থীতা জানাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময়ে বসেন।

লাল সবুজ রংয়ের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ লেখা মাফলার পরিহিত রিতু নিজেকে আওয়ামী লীগের একজন সমর্থক দাবি করে বলেন, আগামী ইউপি নির্বাচনে তিনি দলীয় নৌকা প্রতীক পেতে আশাবাদী। এলাকার মানুষ তার পাশে রয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকার উন্নয়নে মাদরাসা, মসজিদ, মন্দির ও রাস্তা নির্মাণে সহযোগিতা ছাড়াও এলাকার দুঃস্থ অসহায় মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছেন।

তৃতীয় লিঙ্গের এই প্রার্থী রিতু তার নিজের জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরতে গিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, তার জন্মস্থান কালীগঞ্জ উপজেলার ত্রিলোচনপুর দাদপুর গ্রামে। মৃত আব্দুল কাদেরের সন্তান রিতু ছয় ভাই-বোনের মধ্যে তৃতীয়। তারা তিন ভাই ঢাকাতে থাকে ও বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে। জন্মের পর তৃতীয় লিঙ্গের সনাক্তের কারণে পাঁচ বছর বয়সে তাকে গ্রাম ছেড়ে ঢাকাতে চলে যেতে হয়।

সামান্য লেখাপড়া করলেও সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতায় প্রাথমিকের গণ্ডি পেরোনো সম্ভব হয়নি। ছোটবেলা থেকেই ঢাকার ডেমরা থানাতে তার দলের গুরুমার কাছেই বেড়ে উঠেছেন। এখন তার বয়স ৪০ বছর। গুরুমার পরের দ্বায়িত্বটা তিনি পালন করছেন। তার দলে ৭০ জন হিজড়া আছে। বর্তমানে ঢাকাতে থাকলেও প্রতিনিয়ত তিনি তার গ্রামের বাড়ি দাদপুরে আসা-যাওয়া করতেন।

রিতু আরও জানান, ঢাকাতে তিনি তাদের তৃতীয় লিঙ্গের সম্প্রদায়ের দলে থাকলেও পরিবারের টানে প্রায়ই বাড়িতে আসতেন। তার কষ্টার্জিত জমানো অর্থ দিয়ে বিগত প্রায় ১৫ বছর ধরে জন্মস্থান দাদপর গ্রামসহ ইউনিয়নবাসীর উন্নয়নে সহযোগিতা করছেন।

এলাকার মাদরাসা, মসজিদ মন্দিরের উন্নয়নে দান করেছেন অর্থ। এলাকার কেউ অসুস্থ বা কন্যাদায়গ্রস্থ হয়ে তার কাছে গিয়ে কখনো খালি হাতে ফিরতে হয়নি। সাধ্যমতো সহযোগিতা করতেন। কয়েক বছর আগে তার বাবার জমিতেই বানিয়েছেন একটি পাকা বাড়ি।

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ ও তার নির্বাচনে অংশ নেয়ার বিষয়ে বলতে গিয়ে রিতু জানায়, সৃষ্টিকর্তা আমাকে যেভাবে পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখিয়েছেন তাতেই আমি খুশি। এলাকার মানুষ আমাকে ভালবাসে। তাই আমার কষ্টার্জিত অর্থ এলাকার মানুষের জন্য ব্যয় করে আনন্দ পাই। অত্র ইউনিয়নের গ্রামের মানুষের উৎসাহেই তিনি আগামী ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হতে আগ্রহী হয়েছেন।

তিনি জানান, তার পরিবার আওয়ামী মনোভাবাপন্ন পরিবার। এছাড়াও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীসহ এলাকার হাজার হাজার মানুষ তাকে সমর্থন করছেন। তিনি রাজনৈতিকভাবে দলের সক্রিয় কর্মী না হলেও নিজেকে আওয়ামী লীগের একজন একনিষ্ট সমর্থক বলে জানান। দলের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাদের সম্প্রদায়ের জন্য ভোটাধিকার ও নানান সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন।

স্থানীয় সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনারের সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়। তিনি তাকে ভালবাসেন এবং যোগ্য হিসেবে তাকে দলীয় মনোনয়ন দিবেন বলে আশাবাদী। সর্বশেষ রিতু তার জীবনটা এলাকার মানুষের সেবার জন্য উৎসর্গ করবেন বলে অভিমতও ব্যক্ত করেন।

রিতুর নির্বাচনী শো-ডাউনে আসা ওই ইউনিয়নের বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের শাকিল ও সাগর হোসেন জানান, তৃতীয় লিঙ্গের হিজড়া সম্প্রদায়ের রিতু আমাদের গ্রামেরই সন্তান। তিনি তাদের গ্রামের উন্নয়নে ও অসহায় গ্রামবাসীদের সহযোগিতা করে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তার সামর্থ্য অনুয়ায়ী গ্রামের রাস্তা মসজিদ মন্দিরসহ বিভিন্ন সামাজিক কাজে অর্থ দান করেছেন।

এছাড়াও প্রতিনিয়িত গ্রামের অভাবী, অসহায় কন্যাদ্বায়গ্রস্থ ও দরিদ্র অসুস্থ মানুষের জন্য তার সহযোগিতা চলমান আছে। শো-ডাউনে আসা বিভিন্ন গ্রামবাসীদের ভাষ্য মতে তার মতো একজন মানুষ জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে।

কালীগঞ্জে কৃষকের আখক্ষেতে আগুন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ৪ কৃষকের আখক্ষেতে আগুন লেগে প্রায় ২ বিঘা জমির আখক্ষেত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। খবর পেয়ে কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শেখ মামুনুর রশিদের নেতৃত্বে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

গতকাল বুধবার দুপুরে উপজেলার কেয়াবাগানের মাঠের আখক্ষেতে এই আগুনের ঘটনা ঘটে। এতে চার কৃষকের প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষতি সাধন হয়েছে।

কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শেখ মামুনুর রশিদ জানান, উপজেলার কেয়াবাগানের মাঠে আখক্ষেতে আগুন লেগেছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

তার আগেই ৪ কৃষকের প্রায় ২ বিঘা জমির আখ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পাশের জমির আখের পাতার আগুনে আগুনের সূত্রপাত বলে জানান তিনি।

জমে উঠেছে শৈলকুপা পৌরসভা নির্বাচন

নির্বাচন উপলক্ষে প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন প্রার্থীরা। প্রচার-প্রচারণায় জমে উঠেছে ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌরসভার নির্বাচন। আগামী ১৬ জানুয়ারীর নির্বাচন ঘিরে প্রার্থীরা সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। ভোটারদের মন জয় করতে দিচ্ছেন নানা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি।

বর্তমান মেয়র ও আওয়ামীলীগ প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজম পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে দেখা গেছে। এছাড়া পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর প্রার্থীরাও নিজ নিজ এলাকায়

প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতীক বরাদ্দের পর থেকে পৌর শহরজুড়ে শোভা পাচ্ছে প্রার্থীদের পোস্টার। পোস্টারে ছেয়ে গেছে পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ছাড়াও সকল অলিগলি।

নৌকা প্রতীকের মেয়র প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজম বলেন, ২য় ধাপে শৈলকুপা পৌরসভার নির্বাচন হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নৌকা প্রতীক দিয়ে আমাকে পৌরবাসীর কাছে পাঠিয়েছেন। জনগণের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। নৌকায় ভোট দেবে বলে তাদের কাছ থেকে সেই প্রতিশ্রুতিও পাচ্ছি। আমি জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী।

আমি নির্বাচিত হলে জনগণ যে দুর্দশায় আছে, তা ঘোচাতে চেষ্টা করবোস্বতন্ত্র ও জগ মার্কার প্রার্থী মোঃ তৈয়বুর রহমান খানকে পৌরসভার বিভিন্ন জায়গায় প্রচারণা চালাতে দেখা যায় তিনি বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আমি বিপুল ভোঠে বিজয়ী হব।

ধানের শীষের মেয়র প্রার্থী মো: খলিলুর রহমান নিরবে ভোট প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি দল মত নির্বিশেষে সাধারণ জনগণ যাতে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারে এ ব্যাপারে নিরাপত্তাসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেন ভাল থাকে সংশ্লিষ্টদের কাছে সেই প্রত্যাশা করেন।

জাতীয় পার্টি প্রার্থী আবু জাফরকেও ভোট প্রচার পচারণা কাজে ব্যস্ত দেখা যায়।

শৈলকুপা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে ৪ জন, ৯টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে ৩৬ জন ও সংরক্ষিত তিনটি মহিলা ওয়ার্ডে ১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ৯টি ওয়ার্ডের ১৫টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে ভোট গ্রহণ।

এবারই প্রথম ইভিএম পদ্ধতি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শৈলকুপা পৌরসভার নির্বাচন। এবারের নির্বাচনে পৌরসভার সাধারণ ভোটারের সংখ্যা ২৮৬৩২। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৪ হাজার ১১৩। আর নারী ভোটার ১৪ হাজার ৫১৯ জন।

উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. জুয়েল আহাম্মেদ বলেন, সকল প্রার্থীকে নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে প্রচার-প্রচারণা চালানোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।

কালীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কাষ্টভাঙ্গা ইউনিয়নে সরকারি ঘর দেওয়ার কথা বলে হতদরিদ্র মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন খানের বিরুদ্ধে।

২ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বর রাশেদুল ইসলামের যোগসাজসে চেয়ারম্যান হতদরিদ্র পরিবারগুলোর কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে ১ লাখ ৬৯ হাজার টাকা। ঘর না পেয়ে পরিবারগুলো টাকা ফেরত চাইতে গেলে উল্টো হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ ও কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর অভিযোগ দিয়েছেন হতদরিদ্র ১৩ টি পরিবার।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ইউপি সদস্য রাশেদুল ইসলামের মাধ্যমে চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন ওই ইউনিয়নের সাতগাছী গ্রামের তরিকুল ইসলাম, গোষ্টগোপাল, স্বপন, কিরন, মোস্তফা, বিকাশ, ধীরেন, শরিফুল, রাশেদা খাতুন, জীতেন, কুমারহাটি গ্রামের মতিয়ার, তেতলুবাড়ী গ্রামের বুদো ও রবিনের কাছ থেকে এক বছর আগে সরকারি জমি আছে ঘর নেই প্রকল্প’র ঘর দেওয়ার কথা বলে মোট ১ লাখ ৬৯ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

এখন ঘর দেওয়া তো দূরের কথা টাকাও ফেরত দিচ্ছে না। টাকা ফেরত চাইতে গেলে তাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ভুক্তভোগী তরিকুল ইসলাম বলেন, এক বছর আগে ঘর দেওয়ার কথা বলে আমার কাছ থেকে ২২ হাজার টাকা দাবী করে। আমি ঋণ নিয়ে ১৩ হাজার টাকা দিয়েছি। বছর পার হয়ে গেল, আজও আমার ঘর দেওয়ার নাম নেই। টাকা ফেরত চাইতে গেলে আমাদের গালি-গালাজ করে চেয়ারম্যান। আমার ঘর দরকার নেই আমি টাকা ফেরত চাই।

ভুক্তভোগী গোষ্টগোপাল বলেন, আমি সহজ-সরল গরিব মানুষ। কর্ম করে খাই, আমার কোনো জমি নাই, বাবার যেটুকু আছে তাতেই কোনো মতে আছি। চেয়ারম্যান আয়ুব আর মেম্বর রাশেদুল সরকারি ঘর দেওয়ার কথা বলে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। ঘর না পেয়ে আমি আমার টাকা ফেরত চাইতে গেলে টাকা না দিয়ে উল্টো হুমকি দিচ্ছেন।

অভিযুক্ত ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন খান বলেন, আমি কারো কাছ থেকে কোন টাকা নিই নি। এ বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা। রাশেদুল মেম্বর নাকি আমার নাম করে টাকা নিয়েছে। কয়েকজন আমার কাছে নালিশ করার কারণে আমি জানতে পেরেছি।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুবর্না রানী সাহা বলেন, এ ঘটনায় একটি অভিযোগ পেয়েছি। মঙ্গলবার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে। তদন্তের ফলাফল এলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

‘নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার হোন’ সারাদেশে অব্যাহত খুন ধর্ষণ ও নারী-শিশু নির্যাতন রুখে দাড়ান’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের ৩৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

সংগঠনটির জেলা শাখার আয়োজনে মঙ্গলবার সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মহিলা ফোরাম ঝিনাইদহ জেলা শাখার সংগঠক রুবিনা খাতুন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন বাসদ কুষ্টিয়া জেলা শাখার আহ্বায়ক কমরেড শফিকুর রহমান।

আলোচক ছিলেন জেলা শাখার সমন্বয়ক এ্যাড. আসাদুল ইসলাম আসাদ, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী শম্পা বসু, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট জেলা শাখার সভাপতি শারমিন সুলতানা। আলোচনা সভায় বক্তারা, নারীর অধিকার ও

মর্যাদা রক্ষায় সকলকে কাজ করার আহ্বান জানান।

কালীগঞ্জে পত্রিকা হকারদের মাঝে কম্বল বিতরণ

পত্রিকা বিক্রেতারা সাংবাদিকদের একটি অংশ,মূলত তারাই সাংবাদিকদের চালিকাশক্তি, সাংবাদিকদের কাজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে সংবাদ সংগ্রহ করা,আর পাঠকের কাছে সঠিক সময়ে পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া হকারদের কাজ।হকারদের জন্য কিছু করতে পারাটা সাংবাদিকদের জন্য আনন্দের বিষয়।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার হকারদের মাঝে কম্বল বিতরণ কালে এ কথা বলেন প্রেসক্লাব কালীগঞ্জের সাংগঠনিক সম্পাদক ও দৈনিক আমার সংবাদ এর প্রতিনিধি শাহ আলম।

মঙ্গলবার সকালে শহরের গোল্ডেন সান রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের সামনে এ কম্বল বিতরণ করা হয়। শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় হকাররা পাঠকের কাছে গিয়ে পত্রিকা পৌঁছে দিতে অনেক কষ্ট করছে।

এ কথা জানবার পর কালীগঞ্জ এর ইমান আলী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা হকারদের জন্য এই কম্বলগুলি পাঠিয়ে দেন। পরে সেলিম রেজার পক্ষ হয়ে সাংবাদিকরা হকারদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাব কালীগঞ্জের অর্থ ও দপ্তর সম্পাদক ও মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার কালীগঞ্জ প্রতিনিধি তানজির রহমান, গোল্ডেন সান স্কুলের প্রধান শিক্ষক কার্তিক ভট্টাচার্য প্রমুখ।

কালীগঞ্জে গৃহহীনকে পাকা ঘর উপহার

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সুবোল বোস মনিরের নিজস্ব অর্থায়নে কোলা ইউনিয়নের খালকুলা গ্রামে নির্মিত ঘরের শুভ উদ্বোধন এবং উপকারভোগীর নিকট ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব সুবোল বোস, কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সূবর্ণা রানী সাহা। নতুন ঘর পেয়ে উপকার ভোগী পরিবার আবেগে আপ্লুত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

এ সময় জেলা মৎস্য অফিসার (যশোর), উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার (কালীগঞ্জ), উপজেলা মৎস্য অফিসার, কোলা ইউপি চেয়ারম্যান সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও কালীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় গৃহহীনদের ঘর নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

বিভিন্ন স্থানে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সরকারি উদ্যোগে ৪০০ দুস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলার চাপড়া ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে কম্বলগুলো বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিবুল ইসলাম খান।

এ সময় চাপড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনির হাসান রিন্টুর সার্বিক তত্বাবধায়নে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

মাহমুদুল হাসান, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা সাঈদ হাসানসহ উপস্থিত অতিথি বৃন্দ শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন।

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জানান, ঝিনাইদহ সদর, সাগান্না ইউনিয়নের উত্তর নারায়ণপুর ত্রিমোহনী ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সংস্থাটির সভাপতি জনাব ওমর ফারুক।

ওমর ফারুক বলেন, ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থা একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন অসহায় ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা, অর্থ সহায়তা, রক্তদান, শীতবস্ত্র বিতরণ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি ও বই উপহার সহ নানারকম সমাজ সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সংস্থার কোষাধ্যক্ষ মোঃ ফরহাদ মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাকন ভূঁইয়া, প্রচার বিষয়ক সম্পাদক, সোহেল রানা, রিয়াদ আহাম্মেদ সহ সংস্থার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জীবননগর অফিস জানায়, জীবননগর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর পৌর সভার বিভিন্ন স্থানে ১০০ জন শীতার্ত মানুষের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু, জীবননগর ডিগ্রী কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, যাদবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আঃ সামাদ, শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি চাষী রমজান, সাধারণ সম্পাদক মিঠুন মাহমুদ ,

সদস্য মফিজুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা শাখার সভাপতি তুহিনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক লাবনী, সদস্য ঐশ্বর্য সাহা, মিম, ওমর ফারুক, রিয়াজ, সাদিয়া, তনু, রুবিনা স্বপ্নাসহ শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার সদস্যগণ।